দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 12 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১....

ছাত্রদের ফ্রি বইসহ সমহারে উপবৃত্তি প্রদানের দাবী

ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে সরকারী প্রাইমারী শিক্ষকদের সমান বেতন দিতে হবে

....মাওলানা এম এ মান্নান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি সাবেক ধর্মমন্ত্রী আলহাজ্জ মাওলানা এম এ মান্নান বলেছেন, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা `মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার বুনিয়াদ। ইবতেদায়ী মাদ্রাসা দাখিল, আলিম ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার 'ফিডার ইনস্টিটিউশন'। কাজেই ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা না হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। তাই সারাদেশে যেসব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন স্কেলের (বর্তমানে যা পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যা পাবে) আওতাভুক্ত করে তাদেরকে নিয়মিত বেতন প্রদানের দাবী করেছেন। একই সাথে তিনি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ এবং ১০০/১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদানের দাবী করেন।

গতকাল (সোমবার) বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের উদ্যোগে মহাখালীস্থ

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ বিএনপি তথা ৪ দলীয় জোটের নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা অনুযায়ী মাওলানা এম এ মান্নান স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে সরকা... প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ বেতন এবং সকল ইবতেদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবী জানা... উপস্থিত ইবতেদায়ী মাদ্রাসার হাজার হাজার প্রতিনিধি শিক্ষক দু'হাত তুলে তা বাস্তবায়নের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান

ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে প্রাইমারী শিক্ষকদের সমান বেতন দিতে হবে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

মসজিদে গাউসুল আজম কমপ্লেক্সে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের মহাসমাবেশে তিনি সভাপতির বক্তব্য রাখছিলেন। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব মাওলানা এমএ লতিফ, যুগ্ম মহাসচিব ও দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা রূহুল আমীন খান। সমাবেশে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন পর ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা এমনি একটি সম্মেলনের জন্য উন্মুখ ছিলেন। তাই জমিয়াতুল মোদাররেছীনের উদ্যোগে আয়োজিত এ সম্মেলনে দেশের সকল প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন। এ মহাসমাবেশে প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত থাকলেও বিপুল সংখ্যক সাধারণ শিক্ষকও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে সমাবেশে যোগ দিলে সমাবেশস্থলে শিক্ষকদের ঠাঁই ছিল না। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক মসজিদে গাউসুল আযমের অভ্যন্তরে বসে এবং কমপ্লেক্স অঙ্গনের বাইরে থেকে অধির আগ্রহে তাদের প্রিয় নেতা ও মুরুব্বী মাওলানা এম, এ. মান্নানের দীর্ঘ বক্তৃতা ও আশ্বাস অধির আগ্রহের সাথে শুনেন। তারা তার বক্তৃতার সমুয় নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুলে শ্লোগান দেন এবং মাওলানা মান্নানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন।

মহাসমাবেশে মাওলানা মান্নান প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সৃষ্টি। তিনি ১৯৭৮ সালে এক অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি আপনার নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণার জন্য সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তিনি বেগম জিয়াকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। মাওলানা মান্নান নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসন্ন বাজেটে এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার বিষয়ে অবিলম্বে ঘোষণা প্রদান করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর নিকট জোর দাবী জানান।

মাওলানা আবদুল লতিফ তার স্বাগত ভাষণে এবতেদায়ী মাদ্রাসা সৃষ্টির ইতিহাস এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদানের উল্লেখ করেন। তিনি তার বক্তৃতায় দীর্ঘদিন যাবত ইবেতদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মঞ্জুরী-বেতন বন্ধের কথা উল্লেখ করে তাদের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি তার বক্তব্যে আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা অনুযায়ী ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের ছাত্র-শিক্ষকদের সকল দাবী পূরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান বলেন, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহে ছাত্রস্বল্পতা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ফিডার ইনস্টিটিটিউশন ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারী মঞ্জুরী বন্ধ থাকার কারণে এবং বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক, উপবৃত্তি প্রদান না করায় ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে। এ অবস্থায় ফিডার ইনস্টিটিউশনে ছাত্র-ছাত্রী কমে যাওয়ার কারণে তার প্রভাব পড়ছে অন্যান্য মাদ্রাসার উপর। মাওলানা রূহুল আমীন খান বলেন দ্বীনি শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত চলছে আর সে লক্ষ্যে চক্রান্তকারীরা টার্গেট করেছে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে। তিনি বলেন, আল্লাহর দ্বীনকে জারি রাখার স্বার্থে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ সকল মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত সফল হতে দেবে না এ দেশের লাখ লাখ মাদ্রাসা শিক্ষক। তারা যে কোন মূল্যে এ ধরনের চক্রান্ত প্রতিহত করতে প্রস্তুত রয়েছে।